আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান
জয় বাংলাদেশ

রেজি. ০৪৩

# “চলো স্বপ্ন দেখি,
# একসাথে সমৃদ্ধ
# বাংলাদেশ গড়ি”

# গঠনতন্ত্র

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ

# গঠনতন্ত্র

# দ্বিতীয় সংশোধনী

**০৩ রা ফেব্রুয়ারি ২০২৪**

**২০ শে মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ**

## জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম


**ববি হাজ্জাজ**

চেয়ারম্যান, এনডিএম

**মোমিনুল আমিন**

মহাসচিব, এনডিএম

**সম্পাদনায়**

গঠনতন্ত্র প্রণয়ন উপ-কমিটি, এনডিএম

**দ্বিতীয় সংশোধনী**

০৩ রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ইং; ২০শে মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

**মুদ্রণে**

**গতিধারা**

৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ফোন : ০১৬৪৩২৯১৪৬৯

e-mail: gatidhara@gmail.com

**মূল্য : ১০০.০০ টাকা**

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জয় বাংলাদেশ

# জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

## গঠনতন্ত্র

### অনুচ্ছেদ-১ঃ দলের নাম

দলের নাম হবে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন যার সংক্ষিপ্ত হবে এর ইংরেজি পূর্ণরূপের প্রতিটি শব্দের আদ্যক্ষরের সমন্বয়ে বাংলায়-এনডিএম।

### অনুচ্ছেদ-২ঃ এনডিএম-এর উদ্দেশ্য ঃ

**(ক) মূলনীতি**

(১) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

(২) ধর্মীয় মূল্যবোধ

(৩) স্বাধীনতার চেতনা

(৪) জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র

এই ৪টি অপরিবর্তনীয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এনডিএম এর যাত্রা স্বপ্নের দেশ গড়তে এবং আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন পূরণ করতে।

**(খ) আমাদের প্রতিশ্রুতিঃ**

একটি সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিচের প্রতিশ্রুতি সমূহ বাস্তবায়ন এনডিএম-এর অঙ্গীকার।

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

(২) সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সংবিধান স্বীকৃত উপায়ে জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে ধারণ করে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে বসবাসরত সব শ্রেণী-পেশা, ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনার অভিন্ন ধারণা সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিটি গোষ্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তৈরি করা।

(৫) প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

(৬) সরকারের তিনটি অঙ্গের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরি করা।

(৭) জনগণের বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং মহান সংবিধানের মূল চেতনা বিরোধী যেকোনো কালো আইন বাতিল করা।

(৮) জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যমকে অদৃশ্য কালো হাতের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা।

(৯) প্রত্যেক নাগরিকের নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং বৈষম্যমূলক ও নিবর্তনমূলক যেকোনো আইনের স্বীকার যেন কেউ না হয় তা নিশ্চিত করা।

(১০) ন্যায়নীতি, সততা ও সহমর্মিতাকে মৌলিক চারিত্রিক গুনাবলী হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টার মাধ্যমে স্বচ্ছতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি তৈরি করা যা আমাদের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকে ধারণ করবে।

(১১) সুশাসন, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা।

(১২) সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চা করা এবং সব পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ তৈরি করা। স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে নাগরিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করা। স্বচ্ছ, নিরেপেক্ষ এবং সমঅধিকারের ভিত্তিতে হওয়া নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের ও গণমাধ্যমের অধিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা।

(১৩) সুযোগের সমঅধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে জনমুখী করার উদ্দেশ্যে সম্পদের সুষম ব্যবহার এবং বণ্টন নিশ্চিত করা।

(১৪) মেধা এবং সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় সমঅধিকার নিশ্চিত করা এবং জ্ঞানভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া।

(১৫) আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে কৃষক এবং কৃষি নির্ভর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সরকারী উদ্যোগ ও নজরদারি বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

(১৬) কর্মক্ষেত্রের অধিকার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জীবনধারণ উপযোগী নূন্যতম মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সকলের জন্য মানসম্পন্ন জীবনধারণের পরিবেশ তৈরি করা।

(১৭) কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য দূর করা।

(১৮) তারুণ্যের ভাবনা অনুযায়ী তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তরুণ সমাজকে গড়ে তোলা।

(১৯) দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়ম বন্ধ করতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং শাসনব্যবস্থায় জনগণের আস্থা অর্জন করা।

(২০) স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে সুলভে এবং সহজে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং অসহায় ও বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা।

(২১) নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও নির্মল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যে কোনো ধরনের পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধ করা।

(২২) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করতে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে যথাসময়ে মানসম্পন্ন খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও মজুদ নিশ্চিত করা। শিশুখাদ্যে ভেজালে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধানসহ খাদ্যপণ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা।

(২৩) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মান করা। মহাসড়কে মৃত্যুর মিছিল বন্ধে ব্যবচ্ছেদ নির্মান, সড়ক প্রসস্তকরণ ও হাইওয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা। রেলপথ ও নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থায় অধিক বিনিয়োগের মাধ্যমে যাত্রীবান্ধব করে সড়কপথের উপর চাপ কমানো এবং প্রতিযোগীতামূলক বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বেসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার জন্য অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা।

## অনুচ্ছেদ-৩ঃ এনডিএম-এর পতাকা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজের ন্যায় এনডিএম-এর পতাকার রং, তার ডানদিক থেকে বাম দিকে দুই-তৃতীয়াংশ সম্প্রসারিত চারটি লাল সরল রেখা এনডিএম-এর চারটি মূলনীতিকে উপস্থাপন করে। পতাকার মধ্যে এনডিএম এর দলীয় প্রতীক সিংহের ছবি থাকবে। দলীয় সবধরণের প্রচার সামগ্রীতে এনডিএম-এর পতাকা থাকতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-৪ঃ এনডিএম এর সদস্যপদ

**(ক) যোগ্যতা ঃ**

১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী বাংলাদশের যেকোনো নাগরিক যারা এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২ কে ধারণ করে তাঁরা নিচের শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে এনডিএম-এর প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারবে-

(১) তিনি এমন কোনো সংগঠনের সদস্য নয় যার লক্ষ্য, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি এনডিএম এর উদ্দ্যেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

(২) তিনি বাংলাদেশের অন্যকোন রাজনৈতিক দলের বর্তমান সদস্য নয়।

**(খ) সদস্যের স্তর ঃ**

দুই ধরনের সদস্য পদ থাকবে-

(১) প্রাথমিক সদস্য- অনুচ্ছেদ ৪(ক) অনুযায়ী যারা প্রাথমিক সদস্যপদ পূরণ করে, নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করেছে।

(২) পদপ্রাপ্ত সদস্য- প্রাথমিক সদস্য হিসেবে ৩০ দিন অতিবাহিত করেছে, অথবা কোনো আহ্বায়ক কমিটির সদস্য- এমন ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/আহ্বায়ক দ্বারা নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে যেকোনো পদে মনোনীত হতে পারে।

**(গ) সদস্য লাভ প্রক্রিয়া ঃ**

(১) অনুচ্ছেদ ৪(ক) এর শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে যেকেউ তাঁর নিজ জেলা/ বর্তমান কর্মস্থন/ব্যবসায়িক ঠিকানা অথবা অবস্থান অনুযায়ী এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, কেউ এক সাথে একের অধিক স্থান/ কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

(২) পদপ্রাপ্ত কোনো সদস্য তাঁর বর্তমান আবাসস্থলের ঠিকান পরিবর্তন করলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

**(ঘ) দলীয় সদস্যপদ রহিতকরণ/ বহিষ্কার/ অব্যাহতিঃ**

নিম্নলিখিত কারণে যেকোনো ব্যক্তির এনডিএম এর সদস্যপদ রহিত হয়ে যাবে।

(১) মৃত্যু/ গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণ/ দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের ফলে দায়িত্বপালনে অপারগ হলে দলীয় সদস্যপদ রহিত হয়ে যাবে অথবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে।

(২) পদত্যাগ- পদপ্রাপ্ত যেকোনো সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতির নিকট লিখিত পদত্যাগ পত্র জমা দিলে; দলের যেকোনো কমিটির সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় নির্বাহী পরিষদের যেকোনো স্তরের সদস্য দলের চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত আবেদন পত্র জমা দিলে।

(৩) বহিষ্কার/প্রত্যাহার- এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী।

(৪) সদস্যপদ নবায়ন চাঁদা প্রদান না করলে।

(৫) অন্যকোন রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান করলে।

(৬) দলীয় সাংগঠনিক নির্দেশনা না মানলে এবং এনডিএম নীতিনির্ধারণী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দলীয় সাংগঠনিক নির্দেশনা এবং প্রচারণা বিধিমালা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে কেউ জড়িত থাকলে লিখিত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে দলীয় মহাসচিব যেকোনো পর্যায়ের সদস্যকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন। তবে তাঁর দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ বহাল থাকবে এবং প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য এনডিএম চেয়ারম্যানের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন হবে।

## অনুচ্ছেদ-৫ঃ এনডিএম এর সাংগঠনিক কাঠামো

**(ক) স্থানীয় পর্যায়ে এনডিএম এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ**

(১) ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি

(২) উপজেলা/ থানা কমিটি

(৩) পৌরসভা কমিটি

(৪) জেলা কমিটি

(৫) পৌর/মহানগর ওয়ার্ড কমিটি

(৬) পৌর/মহানগর কমিটি

**(খ) এনডিএম জাতীয় নির্বাহী পরিষদ**

(১) চেয়ারম্যান

(২) এনডিএম কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

(৩) জাতীয় কাউন্সিল

(৪) সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ড

(৫) সংসদীয় দল

(৬) উপদেষ্টা পরিষদ

## অনুচ্ছেদ-৬ঃ স্থানীয় কমিটি

**১। ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটিঃ**

(ক) একটি ইউনিয়ন ওয়ার্ডের অধীনে নূন্যতম ৩১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ২ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |

| | |
|---|---|
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ৩ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির অধীনে প্রতিটি ইউনিয়িন ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) ইউনিয়ন ওয়ার্ডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ওয়ার্ড কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(২) ইউনিয়ন কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি ১০ (দশ) জন করে সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ২ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ১১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) উপজেলা কমিটির অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটি থাকবে এবং ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়ন কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) ইউনিয়ন কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানেড় (১) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ইউনিয়ন কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৩) উপজেলা কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটি ১৫ (পনের) জন করে সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ২ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| প্রচার সম্পাদক | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ২১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) জেলা কমিটির অধীনে প্রতিটি উপজেলা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) উপজেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) ইউনিয়িন কমিটির সম্মলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পরপর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ)

সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) উপজেলা কমিটি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে ইউনিয়ন কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে। (৩) সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোনো যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রাইমারি আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারি ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি উপজেলা কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৪) পৌর ওয়ার্ড কমিটিঃ**

(ক) একটি পৌর ওয়ার্ড কমিটির অধীনে নূন্যতম ৩১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পৌর ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ২ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |

| | |
|---|---|
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ১১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির অধীনে প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) পৌর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) পৌর ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) পৌর ওয়ার্ডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট পৌর কমিটির সভাপতি জেলা কমিটিকে ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি ওয়ার্ড কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৫) পৌরসভা কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি পৌর ওয়ার্ড কমিটি ১৫ (পনের) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ৩ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ৫ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| প্রচার সম্পাদক | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ২৭ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) জেলা কমিটির অধীনে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি পৌরসভা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ পৌরসভা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) পৌরসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) পৌরসভা কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারন সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) পৌরসভা কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে পৌরসভা ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করতে পারবে। (৩) সংশ্লিষ্ট জেলার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোনো যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় প্রাইমারি আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারি ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি পৌরসভা কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৬) জেলা কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি পৌরসভা কমিটি এবং প্রতিটি উপজেলা কমিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২০ (বিশ) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ৩ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ৫ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| প্রচার সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম প্রচার সম্পাদক | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ৩১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অধীনে প্রতিটি জেলা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দলের মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে দলীয় মহাসচিব পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) জেলা কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে দলের মহাসচিবের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) যদি জেলা কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৭) মহানগর ওয়ার্ড কমিটি ঃ**

(ক) একটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটির অধীনে নূন্যতম ৩১ জন এনডিএম এর প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মহানগর ওয়ার্ড কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

সভাপতি ১

| | |
|---|---|
| সহ-সভাপতি | ২ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ১১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি থাকবে এবং ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ ওয়ার্ড কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) মহানগর ওয়ার্ডের এই কমিটি এই ওয়ার্ড পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে

কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য দুই জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে এবং (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট থানা কমিটির সভাপতি মহানগর কমিটিকে ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে।

(ঞ) যদি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৮) মহানগর থানা কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি মহানগর ওয়ার্ড কমিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ **১৫** (পনেরো) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মহানগর থানা কমিটি নির্বাচিত করবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ৩ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ২ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| প্রচার সম্পাদক | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ১৯ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর থানা কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর পূর্ণাঙ্গ মহানগর থানা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) মহানগর থানা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) মহানগর থানা কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) মহানগর থানা কমিটি এই পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন এবং জাতীয় নির্বাচনে দলের প্রার্থী ঠিক করতে প্রাইমারির আয়োজন করতে পারবে যেখানে মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সব সদস্য ভোটের মাধ্যমে দলের প্রার্থী মনোনয়ন করবে। এখানে- (১) সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি এই প্রাইমারি আয়োজনের জন্য ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (২) প্রাইমারিতে সন্তোষজনক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি ভিন্ন কোনো প্রার্থী মনোনীত করার সুপারিশ করতে পারবে। (৩) সংশ্লিষ্ট মহানগরে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোনো যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগর থানা প্রাইমারি আয়োজনের লক্ষ্যে ২ (দুই) জন রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগ দিবে। (৪) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আয়োজিত প্রাইমারি ফলাফল দলের সংসদীয় বোর্ডে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রাখবে।

(ঞ) যদি মহানগর থানা কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

**(৯) মহানগর কমিটিঃ**

(ক) প্রতিটি মহানগর থানা কমিটি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ২০ (বিশ) জন করে কমিটির সদস্যকে কাউন্সিলর হিসেবে মনোনীত করবে যারা সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারবে।

(খ) প্রাথমিক আহ্বায়ক কমিটি সম্মেলনের মাধ্যমে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নির্বাচিত হবে যার কাঠামো হবে নিম্নরূপঃ

| | |
|---|---|
| সভাপতি | ১ |
| সহ-সভাপতি | ৩ |
| সাধারণ সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক | ৫ |
| সাংগঠনিক সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক | ২ |
| কোষাধ্যক্ষ | ১ |
| প্রচার সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম প্রচার সম্পাদক | ১ |
| দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক | ১ |
| মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| ধর্ম ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সম্পাদক | ১ |
| নির্বাহী সদস্য | ৩১ |

(গ) কমিটির সভাপতি নির্বাহী সদস্যদের প্রয়োজন অনুসারে অন্য পদবী দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগর কমিটি থাকবে এবং সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দলের মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে দলীয় মহাসচিব পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটির কার্যকারিতা ঘোষণা করবে।

(ঙ) মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকবে।

(চ) মহানগর কমিটির সম্মেলন প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে তবে দলের জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার মাসে স্থগিত থাকবে। কমিটির সব নতুন সদস্যদের এককালীন পদপ্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে।

(ছ) কমিটিকে বছরে অন্তত ২টি (দুই) সাধারণ সভা করতে হবে।

(জ) সাধারণ সভার অনুষ্ঠিত করতে কমিটির মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। তবে বিশেষ অবস্থায় অনূন্য ১০ (দশ) সদস্য নিয়ে দলের মহাসচিবের অনুমতিক্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(ঝ) যদি মহানগর কমিটি কোনো কারণে বিলুপ্ত হয় তবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং মাননীয় চেয়ারম্যানের সম্মতিতে দলীয় মহাসচিব ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করবে।

(ট) আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বা যোগ্যতম সদস্য পাওয়া মাত্র (যেটি আগে হয়) কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের দ্বারা পূরণ করতে হবে।

## অনুচ্ছেদ-৭ঃ জাতীয় নির্বাহী পরিষদ

**১। চেয়ারম্যান ঃ**

(ক) এনডিএম এর ব্র্যান্ড হবেন চেয়ারম্যান (সব ধরনের প্রচার সামগ্রীতে এনডিএম এর চেয়ারম্যানের ছবি থাকতে হবে)।

(খ) এনডিএম এর অভিভাবক হবেন চেয়ারম্যান।

(গ) চেয়ারম্যানের নূন্যতম বয়স হবে ৩৫ বছর।

(ঘ) জরুরী অবস্থায় অথবা বিশেষ প্রয়োজনে দলের স্বার্থে মূলনীতি পরিপন্থি নয় এমন যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে পরবর্তী কাউন্সিলে তা অনুমোদিত হতে হবে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে যেকোনো সদস্য পদায়ন করতে পারবেন বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে লিপ্ত হলে বা দলীয় স্বার্থ, মূলনীতি এবং শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজে কেউ লিপ্ত রয়েছেন বলে তাঁর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতীতই তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন অথবা দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদসহ তাঁকে বহিষ্কার করতে পারবেন। একই অভিযোগে স্থানীয় পর্যায়ের কোনো সদস্যকে দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদসহ বহিষ্কারের জন্য দলীয় মহাসচিবের সুপারিশ অনুমোদন করতে পারবেন।

(চ) দলের সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যদের নিয়োগ দিবেন এবং দলীয় মহাসচিবের সুপারিশক্রমে দলের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন।

(ছ) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্য থেকে যে কাউকে দলীয় মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন।

(জ) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে সকল উচ্চ পরিষদ সদস্যদের নিয়ে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ গঠন করবেন। তবে তিনি প্রয়োজন মনে করলে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে দলের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যদের এই নীতিনির্ধারণী পরিষদের বৈঠকে ভোটদানের ক্ষমতা প্রদান ব্যতীত আমন্ত্রণ

জানাতে পারবেন। পদাধিকার বলে দলীয় মহাসচিব নীতিনির্ধারণী পরিষদের বৈঠকে অংশ নিবেন, ভেটো প্রদান করতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে সভা আহ্বান, এজেন্ডা নির্ধারণ এবং সঞ্চালনা করবেন।

(ঝ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ (রাষ্ট্রদ্রোহিতা, খুন, ধর্ষণ বা সম্পদ আত্মসাৎ যা আদালত দ্বারা প্রমাণিত) বা আইনগতভাবে প্রমাণিত দলীয় চারটি মূলনীতি পরিপন্থি কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দলের বর্তমান চেয়ারম্যানকে অপসারণের জন্য জাতীয় কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্যের লিখিত আবেদন দলের উচ্চপরিষদ এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের সকল সদস্য অনুমোদন করলে তিনি অপসারিত হবেন।

(ঞ) এনডিএম কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রয়োজন অনুসারে নতুন পদ সৃষ্টি করতে পারবেন যা দলের পরবর্তী কাউন্সিলে অনুমোদিত হতে হবে।

**(২) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিঃ**

(ক) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি দলের সর্বোচ্চ কার্যকারী পরিষদ হিসেবে থাকবে যার মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৮৩ জন। জাতীয় পর্যায়ে এনডিএম এর সব ধরণের কর্মকাণ্ড পরিচলানা, জনসংযোগ এবং দলীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন এবং পর্যবেক্ষণ হবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এখতিয়ার। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মেয়াদ হবে ৩ বছর। তবে দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই মেয়াদ দলের চেয়ারম্যান বর্ধিত করতে পারবেন।

(খ) দলীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশনায় দলের মহাসচিব এনডিএম কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পরিচালনা করবেন।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সব সদস্যকে নিয়মিত দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অংশ নিতে হবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সব সদস্য তাঁদের প্রতিটি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দলের মহাসচিবকে প্রতি মাসে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

(ঙ) যাদের নিয়ে এই কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হবেঃ মাননীয় চেয়ারম্যান এনডিএম জাতীয় নির্বাহী পরিষদের প্রধান হিসেবে কেন্দ্রীয় নির্বাহী

কমিটিতে সর্বোচ্চ আসনে থাকবেন বিধায় তাঁর পদকে ১ (এক) ধরে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বাকি ৮২ জন সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপঃ

| ক্রমঃ | পদবী | মোট সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১. | মহাসচিব | ০১ |
| ২. | উচ্চ পরিষদ সদস্য | ১৩ |
| ৩. | সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান | ০১ |
| ৪. | ভাইস চেয়ারম্যান | ১৪ |
| ৫. | সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব | ০১ |
| ৬. | যুগ্ম মহাসচিব | ০৪ |
| ৭. | সাংগঠনিক সম্পাদক | ০৪ |
| ৮. | জনসংযোগ এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ৯. | কোষাধ্যক্ষ | ০১ |
| ১০. | দপ্তর সম্পাদক | ০১ |
| ১১. | প্রচার, প্রকাশনা এবং পেশাজীবী বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১২. | আইনবিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৩. | যুব এবং ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৪. | শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৫. | আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৬. | বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৭. | ধর্ম, সংখ্যালঘু এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৮. | মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ১৯. | কৃষি, শ্রম এবং সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | ০১ |
| ২০. | যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক | ০৮ |
| ২১. | যুগ্ম বিভাগীয় সম্পাদক | ০৫ |
| ২২. | নির্বাহী সদস্য | ১৯ |
| | মোট সংখ্যা | ৮২ |

চ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মোট সদস্যপদের ৩৩ শতাংশ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং যোগ্যতম সদস্য পাওয়া সাপেক্ষে যতদ্রুত সম্ভব এই কোটা পূরণ করতে হবে।

**৩। মহাসচিবঃ**

(ক) নূন্যতম বয়স হবে ৩৫ বছর।

(খ) তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে দলের সাংগঠনিক সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

(গ) মহাসচিব দলীয় মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন।

(ঘ) দলের উচ্চ পরিষদে একটি সংরক্ষিত আসনসহ ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) দলীয় চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা পরিচালনা করবে।

(চ) দলীয় চেয়ারম্যান এবং নীতিনির্ধারণী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে।

(ছ) দলের কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে যেকোনো সদস্যদের নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকমিটি গঠন করতে পারবেন।

**৪। নীতিনির্ধারণী পরিষদ ঃ**

(ক) উচ্চ পরিষদ সদস্যবৃন্দ এনডিএম এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদের সদস্য হবেন।

(খ) উচ্চ পরিষদের সদস্যদের কোনো নির্ধারিত দায়িত্ব থাকবে না তবে এনডিএম এর জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ হিসেবে দলীয় সকল কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন এবং দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা নিশ্চিত করবেন।

(গ) নীতিনির্ধারণী পরিষদের যেকোনো সভা আহ্বান করার ক্ষমতা এনডিএম চেয়ারম্যানের।

(ঘ) এনডিএম এর মহাসচিবের উচ্চ পরিষদের একটি সংরক্ষিত আসন এবং ভোট প্রদান ক্ষমতা থাকবে।

(ঙ) নীতিনির্ধারণী পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্ত রদ করতে এনডিএম চেয়ারম্যানের ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে।

**৫। জাতীয় কাউন্সিলঃ**

(ক) এনডিএম এর যেকোনো কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্ষদ হলো জাতীয় কাউন্সিল ।

(খ) প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। তবে দলীয় নীতিনির্ধারণী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে দলের চেয়ারম্যান এই মেয়াদ বর্ধিত করতে পারবেন।

(গ) এনডিএম চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে দলের মহাসচিব দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে সকল আয়োজন সম্পন্ন করবেন।

(ঘ) জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার চূড়ান্ত তারিখের নূন্যতম ০১ (এক) মাস পূর্বে এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে হবে।

(ঙ) জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য দলীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

(চ) জাতীয় কাউন্সিলের কাউন্সিলরবৃন্দ-

(১) সকল ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি এবং মহানগর ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(২) সকল ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা কমিটি, পৌর কমিটি এবং মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(৩) সকল মহানগর এবং জেলা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক।

(৪) মহানগর এবং জেলা কমিটির ২৫ জন করে অতিরিক্ত সদস্য যা সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন নির্বাচিত হবে যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

(৫) এনডিএম এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

(৬) এনডিএম এর সকল অঙ্গ সংগঠন থেকে অতিরিক্ত ২৫ (পঁচিশ) জন করে সদস্য যা সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন নির্বাচিত হবে যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য।

**৬। সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডঃ**

(ক) এনডিএম চেয়ারম্যান, দলের মহাসচিব এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি থেকে দলীয় চেয়ারম্যান মনোনীত সর্বোচ্চ ৫জনসহ মোট ৭জন সদস্য নিয়ে এই বোর্ড গঠিত হবে।

(খ) এনডিএম চেয়ারম্যান এই বোর্ডের সভাপতি এবং দলীয় মহাসচিব এই বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক হবে।

(গ) সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ড জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করবে।

(১) এই বোর্ড উপজেলা এবং মহানগর পর্যায়ে দলীয় প্রাইমারির ফলাফল পর্যালোচনা করবে।

(২) কোনো প্রার্থীর দলীয় প্রাইমারিতে পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ড চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

(৩) নৈতিক স্খলন অথবা দলের জন্য পরিষ্কার হুমকি হিসেবে কোনো প্রার্থী বিবেচিত হলে সংসদীয় এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ড দলীয় প্রাইমারির ফলাফল রহিত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং তবে শর্ত থাকে যে, এর পূর্ণ ব্যাখ্যা লিখিত আকারে প্রাইমারি অনুষ্ঠিতকারী কমিটির কাছে পেশ করতে হবে।

(ঘ) কোনো প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন নিয়ে এনডিএম চেয়ারম্যানের রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) যেকোনো সিদ্ধান্ত রদ করতে এনডিএম চেয়ারম্যানের ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে।

(চ) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই বোর্ড সংসদীয় দলের সকল কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় গঠনে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

**৭। সংসদীয় দলঃ**

(ক) জাতীয় সংসদে এনডিএম এর সদস্যদের নিয়ে এই দল গঠিত হবে।

(খ) দলীয় চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সংসদ নেতা, উপনেতা, চিফ হুইপ এবং অন্যান্য হুইপ নির্বাচন করবে।

৮। **উপদেষ্টা পরিষদঃ**

(ক) বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এনডিএম এর উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে।

(খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এনডিএম চেয়ারম্যান দলের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিবেন যারা উচ্চ পরিষদের সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন।

(গ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এনডিএম চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে উচ্চ পরিষদের সভায় অংশ নিতে পারবে কিন্তু তাঁদের কোনো ভেটো প্রদান ক্ষমতা থাকবে না।

(ঘ ) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ কাউন্সিলর হিসেবে জাতীয় কাউন্সিলে অংশ নিতে পারবে।

## অনুচ্ছেদ-৮ঃ এনডিএম এর অংগ সংগঠন

(ক) বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের মধ্যে এনডিএম এর বার্তা এবং আদর্শ বিস্তার লাভ করানোর জন্য The Representation of the People Order, 1972 Gi Article 90B(1) (b) (iii) অনুযায়ী শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ২টি দলীয় অঙ্গসংগঠন থাকবে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর পরিপন্থি কোনো সংগঠন এনডিএম এর অঙ্গসংগঠনের মর্যাদা পাবে না। এসব অঙ্গ সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি মূলদলের জেলা কমিটির মর্যাদাসম্পন্ন হবে।

(১) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলন

(২) জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলন

## অনুচ্ছেদ-৯ঃ এনডিএম তহবিল

**(ক) তহবিল সংগ্রহঃ**

(ক-১) সদস্যপদ ফি, অনুদান/চাঁদা, দলীয় প্রকাশনা ও বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে দলীয় তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হবে।

(ক-২) সংশ্লিষ্ট কমিটির কোষাধ্যক্ষ অথবা তাঁর পক্ষে মনোনীত কেউ এই তহবিল সংরক্ষণের এখতিয়ার রাখে।

**(খ) অনুদান এবং সদস্যপদ গ্রহণ ফিঃ**

(খ-১) সাধারণ সদস্যদের জন্য বাৎসরিক ১০০ টাকা।

(খ-২) কোনো কমিটির পদ প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য সেই কমিটির পূর্ণ মেয়াদের জন্য এককালীন প্রদত্ত অর্থ-

(খ-২.১)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির নির্বাহী সদস্যদের জন্য ৩০০ টাকা।

(খ-২.২)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ৫০০ টাকা।

(খ-২.৩)ঃ ইউনিয়ন ওয়ার্ড কমিটি, পৌর ওয়ার্ড কমিটি, মহানগর থানা ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-২.৪)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, নির্বাহী সদস্যদের জন্য ৫০০ টাকা।

(খ-২.৫)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-২.৬)ঃ ইউনিয়ন কমিটি, পৌর কমিটি, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-২.৭)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটি নির্বাহী সদস্যসের জন্য ১০০০ টাকা।

(খ-২.৮)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটি নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-২.৯)ঃ উপজেলা কমিটি, মহানগর থানা কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের জন্য ২০০০ টাকা।

(খ-২.১০)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির নির্বাহী সদস্যের জন্য ১৫০০ টাকা।

(খ-২.১১)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির নির্দিষ্ট পদবী প্রাপ্ত সদস্যদের জন্য ২০০০ টাকা।

(খ-২.১২)ঃ মহানগর কমিটি ও জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের জন্য যথাক্রমে ৫০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা।

(খ-৩) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল নির্বাহী সদস্যের জন্য ৩০০০ টাকা। সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পর্যন্ত বাকি সদস্যদের জন্য মাসিক চাঁদার সর্বোচ্চ হার হবে ১০,০০০ টাকা যা দলীয় কোষাধ্যক্ষ নির্ধারণ করবেন।

(খ-৪) সকল ভাইস চেয়ারম্যান এবং উচ্চ পরিষদ সদস্যদের জন্য মাসিক চাঁদার হার ১০,০০০ টাকা।

(গ) দলীয় চেয়ারম্যান নিজ এখতিয়ার বলে মাসিক অথবা এককালীন চাঁদার হার যেকোনো সদস্যের জন্য যেকোনো সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারবেন।

(ঘ) মাসিক অথবা এককালীন চাঁদার হার মওকুফ না হলে অথবা প্রদান না করলে কোনো পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন প্রদান করা যাবে না।

**(ঙ) কোষাধ্যক্ষ ঃ**

(ঙ-১) দলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবে।

(ঙ-২) অনুমোদিত অডিট ফর্ম দ্বারা দলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসেবের বাৎসরিক প্রতিবেদন দলের চেয়ারম্যান ও নির্বাচন কমিশনে দাখিল করবে।

(ঙ-৩) দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ গ্রহন/নবায়ন ফি জমা নিশ্চিত করবে।

(ঙ-৪) দলের চেয়ারম্যানের নির্দেশনাক্রমে দলীয় তহবিল পরিচালনা করবে।

## অনুচ্ছেদ-১০ঃ স্থানীয় কমিটির বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য

একজন সদস্য যেকোনো ধরণের কমিটি মিলিয়ে সর্বোচ্চ ২টি পদে থাকতে পারবে।

**৪। স্থানীয় কমিটিঃ**

**সভাপতি ঃ**

(ক) কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক কমিটির বিভিন্ন পদে এবং নির্বাহী সদস্যেদের মনোনীত করবেন।

(গ) কমিটির সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট দায়িত্ব বণ্টন করবেন।

(ঘ) এই গঠনতন্ত্র মোতাবেক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করবেন।

(ঙ) তাঁর কমিটির অধীনে থাকা কমিটি সমূহের সভাপতি/আহ্বায়ক মনোনীত করবেন।

(চ) কর্মী সম্মেলন ও রাজনৈতিক পাঠচক্রের আয়োজন করবেন।

(ছ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সব ধরনের দলীয় কর্মসূচী তাঁর আয়ত্তাধীন এলাকায় বাস্তবায়ন করবেন।

**আহ্বায়ক ঃ**

(ক) আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ করবেন।

(খ) আহ্বায়ক কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন করার মতো দলীয় গঠনতন্ত্র মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য সম্মেলন আয়োজন করবেন।

**সাধারণ সম্পাদক ঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতিকে সকল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করবেন।

(খ) কমিটির সভার বিবরণী সংরক্ষণ করবেন।

**কোষাধ্যক্ষ ঃ**

(ক) সংশ্লিষ্ট কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

## অনুচ্ছেদ-১১ঃ আচরণবিধি

(ক) এনডিএম এর সকল সদস্য এই আচরণবিধি মেনে চলবে।

১। নৈতিক স্খলনজনিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়া যাবে না। এমন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা যাবে না যা দলের ভাবমূর্তি ও সুনামকে ক্ষুণ্ন করে।

২। এই গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২ এর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা যাবে না।

৩। কোনো সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অথবা দলীয় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নিতে পারবে না।

৪। জাতীয় নির্বাহী কমিটির কোনো সদস্য দলীয় সিদ্ধান্ত অথবা অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অথবা গণমাধ্যমে দলীয় চেয়ারম্যান/ মহাসচিবের লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো বক্তব্য প্রদান করলে তা আচরণবিধি পরিপন্থি হিসেবে গণ্য হবে।

(খ) নির্দিষ্ট পদে থাকা সদস্যবৃন্দকে নিম্নলিখিত আচরণবিধি মেনে চলতে হবে।

১। দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকা যাবে না।

২। বর্ণবাদী আচরণ করা যাবে না, কোনো ধর্মকে আঘাত করে বক্তব্য দেওয়া যাবে না এবং জাতিগত অথবা লিঙ্গ বৈষম্য করা যাবে না।

৩। মাদকাসক্ত হওয়া যাবে না।

(গ) সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহনঃ

১। কারণ দর্শানো নোটিশ, আর্থিক জরিমানা, অব্যাহতি অথবা বহিষ্কারের মাধ্যমে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে দলীয় চেয়ারম্যান কোনো কারণ দর্শানো ব্যাতিরেকেই যেকোনো সদস্যকে বহিস্কার বা অব্যাহতি প্রদান করতে পারবেন।

২। কোনো কমিটির সদ্যস্যের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কমিটি উপরস্থ যে কমিটির অধীনে তার অনুমোদন লাগবে।

৩। জেলা ও মহানগর কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে দলের মহাসচিবের অনুমোদন লাগবে।

৪। বহিষ্কার হলো সর্বোচ্চ সাংগঠনিক ব্যবস্থা যা এনডিএম এর চেয়ারম্যানের সম্মতিতে হতে হবে। (উপজেলা কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পর্যন্ত)।

৫। অন্য রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করলে এনডিএম থেকে তাৎক্ষনিক বহিষ্কার বলে গণ্য হবে। পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করতে হলে দলীয় চেয়ারম্যানের সম্মতি লাগবে।

## অনুচ্ছেদ-১২ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

(ক) জাতীয় কাউন্সিলে দুই-তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরদের উপস্থিতি এবং ভোটে এই গঠনতন্ত্র সংশোধন করা যাবে এবং সব কাউন্সিলরদের এজন্য নোটিশ প্রদান করতে হবে।

১. গঠনতন্ত্র সংশোধনের নোটিশ প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে হবে।

(খ) এই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র নীতিনির্ধারণী পরিষদের হাতে থাকবে।

**ধন্যবাদ**

জয় বাংলাদেশ

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

Sl. No.:

রেজি.- ০৪৩

ছবি

# জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম

মোবাইলঃ +৮৮০ ১৭৩৪-৫৩০৪৪৯, ইমেইলঃ communication.ndm@gmail.com, ওয়েবঃ www.ndmbd.org

## প্রাথমিক সদস্য পদ ফরম

নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

মাতার নাম ঃ

জন্ম তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ সাল

লিঙ্গ (✓) ঃ পুরুষ ☐ মহিলা ☐

বর্তমান ঠিকানাঃ

স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ _____ ইউনিয়ন ঃ _____ থানা ঃ _____

পোষ্ট ঃ _____ উপজেলা ঃ _____ জেলা ঃ _____

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ পেশা ঃ

কর্মস্থলের ঠিকানা ঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ রক্তের গ্রুপ ঃ

মোবাইল ঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ অফিস ফোনঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

ই-মেইল ঃ ফেসবুক আইডি ঃ

পূর্বের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ঃ (যদি থাকে)

নিজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

সনাক্তকারীর নাম ঃ মোবাইল ঃ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

## ॥ অঙ্গীকারনামা ॥

আমি সম্পূর্ণ স্বজ্ঞানে, জাতীয় স্বার্থে, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন- এনডিএম এর রাজনৈতিক আদর্শ এবং ৪টি মূলনীতি- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, স্বাধীনতার চেতনা এবং জবাবদিহিতামূলক গণতন্ত্র-কে ধারণ করে এই দলে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি।

আমি আরো ঘোষনা করছি, দলীয় গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নে সম্পূর্ন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করবো, দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবো এবং রাষ্ট্র বিরোধী কোন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবো না।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

দপ্তরের সিল ও স্বাক্ষর

REG. NO. 0 4 3

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
যোগাযোগঃ +৮৮ ০১৭৩৪ ৫৩০৪৪৯
ই-মেইলঃ communication.ndm@gmail.com
ওয়েবঃ www.ndmbd.org